" বিন্দুর গুরুত্ব "

আজ স্নেহের সাগর বাবা নিজের স্নেহী আত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে এসেছেন। বাবার স্নেহে দূর-দূর থেকে মিলন স্থলে পৌঁছে গেছে। বাপদাদা এমন স্নেহী আত্মাদের স্নেহের রিটার্নে স্নেহ এবং সহযোগ সদা দিয়ে থাকেন , এখনও দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দিতেই থাকবেন।

সর্ব স্থানের স্নেহী আত্মারা এখনও সুক্ষ্ম ফরিস্তা (অশরীরী) রূপে এই মিলন সভায় সম্মুখে রয়েছে। বাপদাদা ডবল সভা দেখছেন। এক হল সাকারী শরীরধারীদের, যারা এই ধরনীতে বসে রয়েছে , দ্বিতীয় আকারী রূপধারী যাদের এই ধরনীর স্থানের প্রয়োজন নেই , ধরনী থেকে উঁচুতে প্রকাশ রূপে প্রকাশের বা লাইটের আসনধারী , কম জায়গায় অনেক দেখা যাচ্ছে । তো দুটি সভাই বাপদাদা দেখছেন এবং হর্ষিত হচ্ছেন।

বাপদাদা বাচ্চাদের স্নেহের শক্তি দেখছেন যে স্নেহের শক্তির আধারে সেকেন্ডে কত দূরের আত্মারা কাছে পৌঁছে যায়। স্নেহের শক্তি যত মহান হয় , সম্মুখে পৌঁছানোর স্পীডও ততই মহান হয়। কত অমূল্য রত্ন সামনে এসেছে । এক-একটি রত্নের মহিমাও হল অনেক । কোন্ কোন্ মহারথীর মহিমা বর্ণন করা হবে! বহ্নিশিখার(শমা) উপরে বহ্নিপতঙ্গরা (পরওয়ানা) এসে পড়ছে। সব বাচ্চাদের বাপদাদা সদা সহজযোগী ভব-র বরদান দিচ্ছেন। শুধু একমাত্র বিন্দুকে স্মরণ করো। সবচেয়ে সরল মাত্রা হল বিন্দু। তো বাপদাদা শুধু বিন্দুর হিসাবই বলে দেন। স্বয়ং বিন্দু রূপে পরিণত হও , স্মরণও বিন্দুকে করো আর ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে জেনে , প্লে করার পরে বিন্দুর মাত্রা লাগিয়ে দাও। একটি বিন্দুর মাত্রায় তুমি (আপ) , বাবা আর রচনা (আত্মা , পরমাত্মা এবং ড্রামা) সবকিছুই এসে যায়। তাহলে জানতে কি হবে - "বিন্দু"। করতে কি হবে - "বিন্দুকে স্মরণ "। এই বিন্দু মাত্রার মহত্বকে জেনে সর্বদা সহযযোগী হতে পারো। বিস্তার যতই বিশাল হোক না কেন তা কিন্তু বিন্দুতেই সমাহিত থাকে। বীজ বিন্দু , তাতেই সম্পূর্ণ বৃক্ষ সমাহিত থাকে। আত্মা হল বিন্দু তাতেই ৮৪ জন্মের সংস্কার সমাহিত থাকে। ৫ হাজার বছরের ড্রামাকে এখন সঙ্গমের শেষে সমাপ্ত করছ , এখন ড্রামার চক্র পূর্ণ হল অর্থাৎ যে চক্র পার হয়েছে তাকে ফুলস্টপ অথবা বিন্দি লাগাও, বিন্দি রূপে পরিণত হয়ে এবারে গৃহে ফিরতে হবে। বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু রূপে পরিণত হয়ে ফিরতে হবে। গৃহ বা ঘরটিও হল সকল বিন্দুদের নিবাস। সঙ্কল্প , কর্ম , সংস্কার সবই মার্জ অর্থাৎ বিন্দু অবস্থায় অবস্থিত। সমাপ্তির মাত্রা হলই বিন্দু। সর্ব গুণ , সর্ব জ্ঞানের খাজানার সাগর ..... কিন্তু সাগরও হল বিন্দু। সম্বন্ধ এবং সম্পর্কেও সকলের কপালে কি ঝলমল করছে - - বিন্দু। সর্ব কার্যকর্তা তাহলে হল কে ? বিন্দুই হল কিনা। পৃথিবী থেকে চন্দ্রমায় সেই বিন্দু-ই তো পৌঁছায়। তুমি সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা তিন লোকে পৌঁছে যাও সেও তো হল বিন্দু তাইনা! সায়েন্সের শক্তিই হোক অথবা সাইলেন্সের শক্তি , নির্মাণ করার শক্তি হোক বা নির্বাণে প্রস্থান করার শক্তি সে তো হল বিন্দু তাইনা ! বীজ থেকে এত বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বিস্তার হয় কিন্তু বিস্তারের পরে সমাহিত হয় কিসে ? সেই বীজেই অথবা বিন্দুতেই তো । তাহলে অনাদি অবিনাশী হলই বিন্দু। তুমিও তিন কাল , তিন লোকের জ্ঞান অর্জন করো কিন্তু অর্জন কে করে ? " বিন্দু " । আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভ্যারাইটি পার্ট প্লে করেছে কিন্তু পার্টধারী কে? কে প্লে করেছে ? সে হল বিন্দু। তাহলে মহত্ব হলই একমাত্র বিন্দুর। আর বিন্দুকে জানা মানেই সবকিছু জানা। সবকিছু প্রাপ্ত

করা। বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে যে সঙ্কল্প করো , যে ভাবনা রাখো , যে শব্দই বলো , যে কর্মই করো , যেমন বিন্দু হল মহান তেমনই সকল কথাই মহান হয়ে যায় অর্থাৎ স্বত:ই শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়।

আত্মিক এনার্জি হলই বিন্দু, যা স্থাপনার এনার্জি এবং বিনাশকারী অ্যাটমিক এনার্জিও হল বিন্দু। বিনাশও হয় বিন্দু দ্বারা , স্থাপনাও হয় বিন্দু দ্বারা । সৃষ্টি চক্রের আদিকালে বিন্দু রূপে অবতরিত হও এবং অন্তকালেও বিন্দু রূপেই প্রস্থান করো। তাহলে আদি ও অন্তের স্বরূপ হলই বিন্দু। কতটা সহজ হল। একমাত্র বিন্দুকে স্মরণ করা কি খুব মুশকিল ? স্কুলেও ছোট বাচ্চারা বিন্দুর মাত্রা সহজেই লাগাতে পারে। কোথাও পেন্সিল রাখলেই তো বিন্দু হয়ে যাবে। তো এত সহজ মাত্রা স্মরণে থাকে না ? এরচেয়ে সহজ আর কি বলা যায়। এরচেয়ে সহজ কিছু হয় নাকি ? ভক্তিতে তো লম্বা চওড়া আকারকে স্মরণ করে। বুদ্ধিতে ভাবনা দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করে তবে গিয়ে ভক্তি সিদ্ধি লাভ করে। এখানেতো জ্ঞান দ্বারা সম্মুখে শুধু কি রাখা হয় সামনে ? বিন্দু। এই বিন্দুর স্মৃতি দ্বারা স্বয়ং সিদ্ধি স্বরূপে পরিণত হয়ে যায়। তাহলে কোনটা সহজ হল ? বুদ্ধিতে বিন্দু লাগানো অথবা আকার ইমার্জ করা ? তাইজন্য সহজযোগী হও। বিন্দুকে জানলে সদা সহজ হবে। তো স্নেহের রিটার্ন সহজ সাধন দ্বারা সহজযোগী ভব। তাহলে সবাই সহজযোগী হয়েছ তো ? বিস্তারে গেলে মুশকিলে চলে যাও কারণ বিস্তারে গেলে প্রশ্ন চিহ্ন অনেক লেগে যায় সেইজন্য যেমন প্রশ্ন চিহ্নের মাত্রা হল বাঁকা , ফলে কি-কি এর প্রশ্ন চিহ্নের বাঁকা পথে চলে যাও। বিন্দু স্বরূপে পরিণত হয়ে বিস্তারে যাও তাহলে সারতত্ব প্রাপ্ত হবে। বিন্দুকে ভুলে বিস্তারে গেলে জঙ্গলে চলে যাও। যেখানে কোনো সারতত্ব নেই। বিন্দু রূপে স্থিত থাকলে সারযুক্ত , যোগযুক্ত , যুক্তিযুক্ত স্বরূপের অনুভব করবে। তাদের স্মৃতি , কথা এবং কর্মে সর্বদা সমর্থ হবে। বিন্দু স্বরূপ ধারণ না করে বিস্তারে গেলে সর্বদা কেন, কি এর ব্যর্থ কথা এবং কর্মে শক্তি ক্ষয় করবে কারণ জঙ্গল থেকে বাইরে আসতে হবে। তাই সর্বদা কি স্মৃতিতে রাখবে ? একটি কথা - বিন্দু। সহজ তাইনা ? এরজন্য ভাষা জানো বা না জানো কিন্তু বিন্দু তো সব ভাষাতেই আছে। আর না জানলেও বিন্দু শব্দটি তো জেনে যাবে।

বুঝলে - কি করতে হবে? বিন্দু শব্দটিই হল জোরালো শব্দ । জাদুর শব্দ । বিন্দু হয়ে অর্ডার করো তাহলে সব তৈরী আছে । সঙ্কল্পের করতালি দাও সব তৈরী হয়ে যাবে। কিন্তু বিন্দুর করতালি প্রকৃতি শুনবে , সর্ব কর্মেন্দ্রীয় শুনবে এবং সর্ব সাথীরাও শুনবে। বিন্দু স্বরূপে তালি বাজাতে পারো কি ? আচ্ছা -

সর্বদা অনাদি অবিনাশী স্বরূপে স্থিত থেকে, বিন্দুর গুরুত্ব জেনে সর্বদা মহান রূপে স্থিত থেকে, বিন্দু স্বরূপে সর্ব খাজানার সারতত্ব প্রাপ্ত করে, এমন সারযুক্ত , যোগযুক্ত , জীবনমুক্ত আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

টিচারদের *সাথে* :-

সবাই কি তোমরা রূহানী সেবাধারী হয়েছ ? রূহানী সেবাধারী অর্থাৎ রূহানী খাজানায় সম্পন্ন হলে রূহানী সেবাধারী হতে পারবে। সেবাধারী অর্থাৎ যে দান করে। সেবা দ্বারা যে সুখ প্রদান করতে পারে তাকেই বলা হয় সেবাধারী । তাহলে দাতা স্বরূপ নিশ্চয়ই স্বয়ং সম্পন্ন হবে তবেই অন্যদের দিতে পারবে। তো সেবাধারী অর্থাৎ মাস্টার সুখদাতা , মাস্টার শান্তিদাতা, মাস্টার জ্ঞানদাতা। দাতা সর্বদা সম্পন্নমূরত হবে। যেমন সে নিজে হবে অন্যদেরও পরিণত করবে। যদি নিজের মধ্যে

কোনোরকম শক্তি কম থাকে তবে অন্যদেরও সর্বশক্তিবান রূপে পরিণত করতে পারবেনা। রূহানী সেবাধারী অর্থাৎ সর্বশক্তিবান । রূহানী সেবাধারী অর্থাৎ এভাররেডি এবং অলরাউন্ড । অলরাউন্ড সেবাধারী হল সত্যিকারের সেবাধারী । তাহলে সত্য সেবাধারীর সর্ব লক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব করো কি ? যে সম্পন্ন হবে সে সদা সন্তুষ্ট হবে আর সর্বকে সন্তুষ্ট করবে। যে কোনো প্রকারের অপ্রাপ্তি হল অসন্তুষ্টতার কারণ। সর্ব প্রাপ্তি থাকলেই হবে সদা সন্তুষ্ট । সন্তুষ্ট থাকা এবং সন্তুষ্ট করা, এর বিধি হল সম্পন্ন এবং দাতা স্বরূপ । দুটি বিষয়ই প্রয়োজন । কেউ যদি সম্পন্ন হয় কিন্তু দাতা না হয় তাহলেও সন্তুষ্ট করতে পারবেনা । তাই দাতাও এবং সম্পন্নও । সবার এই আনন্দ তো আছে তো যে আমরা সবাই হলাম বিশেষ আত্মা ? সমগ্র বিশ্বে কত কম সংখ্যায় আত্মারা সর্বদা বাবার সেবায় তৎপর থাকার নিমিত্ত স্বরূপ হয়। তো যে কোটিতে কজন আবার সেই কজনের মধ্যে কেউ কেউ আত্মারা নিমিত্ত হয় সেই গ্রুপে আমাদেরই পার্ট রয়েছে , আমাদের নাম রয়েছে , এইটি হল কত বৃহৎ খুশীর কথা। কোটিতে কজন ..... এই হল আমাদের গায়ন , এই রূহানী নেশা কি থাকে? রূহানী নেশা যত উঁচু শ্রেণীর হবে ততই নম্রচিত্ত রূপে পরিণত করবে। দেহভানের নেশা থাকবে একটু কিন্তু অহংকারে , অভিমানে উঁচু ভাববে। সত্য নেশায় যে থাকবে সে সদা নম্রচিত্ত হবে। নম্রতা দিয়েই সবাইকে নিজের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করবে। । সুখদাতা , নম্রচিত্ত আত্মা রূপে পরিণত হতে পারে । অভিমান নম্রচিত্ত হতে দেয়না । নম্রচিত্ত নাহলে সেবা করা অসম্ভব । তো সেবাধারীর বিশেষত্ব হল সর্বদা নম্রচিত্ত নিজে নম্র হয়ে চলবে অন্যদেরও নম্র সহকারে চলতে প্রেরিত করবে। তাই রূহানী সেবাধারী ! এই রূহানী শব্দটি সদা স্মরণে রাখো। চলতে , ফিরতে , কথা বলতে , কর্ম করতে ..... রূহানীয়তের প্রত্যক্ষ পরিচয় দেবে। সাধারণতা নয়, রূহানীয়ত।

সন্তুষ্ট আত্মাকেই সেবাধারীর টাইটেল প্রদান করা হয়। সন্তুষ্টতা না থাকলে সেবা নেবে। তাহলে তোমরা হলে সেবা গ্রহণকারী নাকি সেবা প্রদানকারী ? রূহানী সেবাধারী গ্রহণকারী হবেনা, আজ এই অজুহাত কাল সেই অজুহাত .... এইরূপ কথায় সময় নষ্ট করে সেবা গ্রহণ করো না তো ? এইরূপ কথাবার্তা হল শৈশবের । এখন শৈশব শেষ হয়েছে। এখন যাকিছু নিয়েছ সেসব রিটার্ন করতে হবে। এখন কোনো রকম কোর্ট কাছারী হওয়া উচিত নয়। বড়দের একস্ট্রা সময় নেওয়া উচিত নয়, সব কাহিনী শেষ হয়েছে । যদি এখনও সেবা নিয়ে চলেছ তবে আজই সেসব সমাপ্ত করো। বিন্দু লাগিয়ে দাও। যা অতীত তা অতীত , বিন্দু লাগিয়েছ তো ? সমাপ্তির বিন্দু লাগিয়ে যেও। বিন্দু লাগিয়ে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে আর সন্তুষ্ট করে রাখবে , এই পাঠ সর্বদা স্মরণে রাখবে। আচ্ছা ।

নির্মলশান্তা *দিদির* *সঙ্গে*

মহান আত্মা অর্থাৎ সফলতামূরত । সর্বদা সফলতামূরত আছো তো ? যে যত হাল্কা থাকে তার কাজ ততই সহজে এবং স্বতঃতই সম্পন্ন হয়। যে বেশী কাজের ভার নেয় তার নির্ণয় শক্তি কাজ করেনা তাই সফলতায় তফাত রয়ে যায়। কাজ করার আগে স্বয়ং সর্বদা ডবল লাইট , বায়ুমন্ডলও লাইট , নিজেও লাইট , অন্যরাও লাইট – তাহলেই লাইট হাউসের কাজ সম্পন্ন হয়েই যায়।

কিন্তু কোনো আরম্ভ করার আগে লক্ষ্য ঠিক রাখা হয় , মধ্যিখানে সেই লক্ষ্য মার্জ হয়ে যায় অর্থাৎ লক্ষ্য হারিয়ে যায়। আদি শক্তিশালী হয়, মধ্য কালে পার্সেন্টেজে ঘাটতি এসে যায়। যেমন আদি সময়ে

প্ল্যানের সময়ে অ্যাটেন্সন রাখো , তেমনই প্র্যাক্টিকাল কাজের সময়ে যখন বিজি থাকো তখনও যেন অ্যাটেন্সন থাকে। আদি-মধ্য-অন্ত এক সমান থাকলে সহজেই সফল হয়ে যাবে। আচ্ছা ।

এইবার মেলায় শান্তি-কুন্ড নির্মাণ করো। যাতে সবাই বুঝতে পারে এখানে আওয়াজ হলেও রয়েছে শান্তি। বৃত্তি এবং অনুভূতি যেন পরিবর্তিত হয়। (বাপদাদা কোলকাতায় আসবেন) নিশ্চয়ই , হ্যাঁ ঐ সময় আসবেন কারণ বাচ্চাদের আহবানে পিতা আসবেন না তা হতে পারেনা। কিন্তু কি ভাবে আসবেন তা দেখবেন। কিছু নতুন হওয়া দরকার কিনা । আচ্ছা । যে নির্মাণ করবে সফল হবে, কারণ সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী থাকেন। এই মেলাও বাবার দর্শনের স্থান কিনা। ভক্তজন দর্শন করবে , বাচ্চারা মিলনে ব্যস্ত থাকবে। ভালই তো , এও তো একপ্রকারের সাধন স্বয়ং প্রতি এবং অন্য আত্মাদের প্রতি। ব্রাহ্মণরাও উৎসাহ-উদ্দীপনায় মত্ত হয় আর অন্যদেরও সেবা হয়ে যায়। স্বয়ং প্রতি সেবা এবং অন্য প্রতি সেবা।

সঙ্গমযুগের এই সময়টিই হল শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের সময়। সম্পূর্ণ কল্পের জন্যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের নির্মাণ বর্তমানেই সম্ভব। সঙ্গমেই বাবা প্রদত্ত সর্ব অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহলে অধিকারী আত্মাও হলে, শ্রেষ্ঠ আত্মাও হলে, শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধী আত্মাও হলে। সর্বদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো তাহলেই সমর্থী হয়ে যাবে। সমর্থী হলেই মায়াজিত রূপে পরিণত হয়ে যাবে। সমর্থ আত্মা বিঘ্ন-বিনাশক হয়। সঙ্কল্পেও বিঘ্ন আসতে পারেনা। মাস্টার সর্বশক্তিমান সদা বিঘ্ন-বিনাশক হবে। আচ্ছা ।

বিদায়ের *সময়* :-

সবাই তো অনেক শুনেছ , আরও কিছু শোনা বাকি রয়েছে কি ? শুধুমাত্র একটি কথাই রয়েছে সেটা কি ? যা পাওনা ছিল তাতো পাওয়া হয়েছে আর কি বাকি রয়েছে ! সবকিছু সমাপ্ত হয়েছে , কি বাকি রয়েছে ? এখন শুধু একটি কথা বাপদাদা দেখতে চাইছেন। ১৬ শৃঙ্গারে সজ্জিত সব সজনীরা অর্থাৎ ১৬ কলা সম্পূর্ণ । ১৬ শৃঙ্গারই হল ১৬ কলা । তো সবাই ১৬ কলা সম্পন্ন অর্থাৎ ১৬ শৃঙ্গারধারী স্বরূপে পরিণত হয়ে যাও। এখনও কেউ ৮ কলা, কেউ ১০ কলা , কেউ ১১ ..... কিন্তু সবাই ১৬ কলা স্বরূপ হবে , তাও নিজের নিজের ক্রম অনুসারে কিনা। যেমন অন্য ধর্মের হিসাব অনুযায়ী গোল্ডেন স্টেজ রয়েছে । এখানেও সবার নিজের হিসাব অনুযায়ী ১৬ কলা হবে তাইনা ! বলা, করা, ভাবা সব একসমান হলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাপদাদা এখন এইরূপেই সবাইকে দেখতে চাইছেন। সেইরূপ কবে হবে? এরজন্য সবাই তৈয়ারী করছে , সঙ্কল্পও করছে, ইচ্ছাও রয়েছে এই একটাই। তাহলে কি বাকি থাকছে ? স্টেজে বসে কি বলো এখন সম্পন্ন হতে হবে। তো ইচ্ছা সবার রয়েছে কিন্তু কিছু কি বাকি থেকে যাচ্ছে ? যদি অন্য সব ইচ্ছা থেকে ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা হয়ে যাও তাহলে এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে। সুক্ষ্ম ইচ্ছাগুলি এই একটি ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দেয়না। আচ্ছা ।

বরদান : ভাবা , বলা এবং করা এই তিনটিকে সমান করতে পারে এমন সর্বোত্তম পুরুষার্থী ভব।

সব শিক্ষার সারতত্ব হল যে কোনো কর্মের দ্বারা দেখা, চলা , ওঠা, বসা , শোওয়া ইত্যাদি সকল কর্মে ফরিস্তা স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন হবে , প্রতিটি কর্মে অলৌকিকতা দেখা যাবে। কোনো রকম লৌকিকতা

কর্মে বা সংস্কারে যেন না থাকে। ভাবনা চিন্তা , কর্ম করা , কথা বলা সব যেন সমান হয়। এমন নয় যে ভাবনা ছিল এই কর্ম না করার কিন্তু করা হয়ে গেল। যখন তিনটি ফ্যাকাল্টি এক সমান এবং বাবার সমান রূপ হবে তখন বলা হবে শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম পুরুষার্থী ।

স্লোগান : দায়িত্ব নেওয়া অর্থাৎ অতিরিক্ত (এক্স্ট্রা) আশীর্বাদের (দুয়া) অধিকারী হওয়া ।